ভোরের কাগজ

তারিখ 16 DE 1998
পৃঃ ৪২ কলাম ৪

17

কথিত চোরকে প্রহার করায় উত্তেজনা

খুলনা মেডিকেলের ছাত্ররা আতংকে হোস্টেল ছেড়েছে

খুলনা প্রতিনিধি : খুলনা মেডিকেল কলেজের অধিকাংশ শিক্ষার্থী আতঙ্কে হোস্টেল ছেড়ে গেছে। যে কয়েকজন শিক্ষার্থী আছে, তারা ভয়ে ভয়ে আছে। কখন কি জানি কি হয়। গত শনিবার রাতে হোস্টেলে একজন কথিত চোর ধরা ও তাকে বেদম প্রহার করার জের হিসেবে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এলাকাবাসী ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, গত শনিবার রাতে মেডিকেল কলেজের স্টাফ কোয়ার্টারে বসবাসরত ছাত্ররা চুরির দায়ে আঃ কুদ্দুস (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে বেদম মারপিট করে। পরে প্রহৃতকে বাকি রাতটুকু একটি ঘরে আটকে রাখা হয়।

আঃ কুদ্দুস ঐ কোয়ার্টারে বসবাসরত ছাত্রদের ফাই-ফরমায়েশ খাটতো। ছাত্রদের অভিযোগ প্রায়শঃই তাদের টাকা, বই-খাতা চুরি হওয়ায় তারা সতর্ক ছিল। ঘটনার রাতে ছাত্ররা কুদ্দুসকে চুরি করা একটি হাতঘড়ি ও টাকাসহ হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃত ব্যক্তির কাছে তারা একটি কক্ষের ডুপ্লিকেট চাবিও পায়। এ ঘটনায় ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে তাকে মারপিট করে।

পরদিন সকালে অর্থাৎ রোববার কলেজ অধ্যক্ষ বিষয়টি নিয়ে ছাত্রদের সতর্ক করে দেন। প্রহৃত ব্যক্তির ভাই, এলাকার কমিশনার ও অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে একটি সমঝোতা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘটনার শিকার ব্যক্তিটির চিকিৎসার সকল দায়দায়িত্ব নেয় এবং দোষী ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেয়।

কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যায় একদল ব্যক্তি 'একজন মুসল্লিকে অপমান করা হয়েছে' এই অভিযোগ তুলে ঐ কোয়ার্টার এবং কলেজ ক্যাম্পাসের ছাত্রাবাসে হামলা চালায়।

ক্যাম্পাসের হোস্টেলে বহিরাগতদের হামলায় ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা হোস্টেল ত্যাগ করতে শুরু করে। গত সোমবার 'তৌহিদী জনতার' ব্যানারে নগরীতে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলকারীরা একজন মুসল্লিকে অপমান করার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

খুলনা জেলা ইমাম পরিষদ, খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ খুলনা মহানগর শাখা, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। তারা এ ঘটনায় দোষী ছাত্রদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।